আমাদের পৃথিবী একটাই: তাঁকে রক্ষায় বাঁচাতে হবে প্রকৃতি-পরিবেশ

কক্সবাজার ও রোহিঙ্গা শিবিরে সকল ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

৫ জুন বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে আমাদের শপথ নিতে হবে এই পৃথিবীটাকে বাঁচানোর। কারণ এই মহাবিশ্বে লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সি আছে, তারকারাজি আছে, কিন্তু আমাদের আবাসস্থল এই পৃথিবী মাত্র একটাই। এই পৃথিবী হারালে আক্ষরিক অর্থেই আসলে আমাদের আর যাওয়ার জায়গা নেই। তাই এই পৃথিবীর জন্য, পৃথিবীর প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদেরকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা কক্সবাজারের পরিবেশ রক্ষায়ও আমাদের সক্রিয় হতে হবে, প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণের অন্যতম বড় হুমকি প্লাস্টিক। স্টকহোম রেসিলিয়েন্স সেন্টারের রিপোর্ট মতে, বর্তমানে বিশ্বে প্লাস্টিকপণ্য পুনর্ব্যবহৃত হচ্ছে ১০ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে প্লাস্টিকের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৭০ কোটি টন, যা বর্তমানে সব জীবের ওজনের তুলনায় চার গুণ বেশি। প্লাস্টিকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমুদ্রও। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার'র সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সাগরের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে প্লাস্টিক, যা প্রথমে সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহে এবং সেখান থেকে মানুষসহ অন্য প্রাণীদের দেহেও ঢুকে পড়েছে।

প্লাস্টিকপণ্যের ব্যবহার ও রফতানির পরিমাণ বাংলাদেশেও বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের মতে, পলিথিনসহ দেশে বছরে ১০.৯৫ লাখ টন প্লাস্টিকবর্জ্য উৎপাদিত হয়। বিশ্বব্যাংকের ২০২০ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্লাস্টিক দূষণের দিক থেকে গঙ্গা, পদ্মা, যমুনা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিত অববাহিকা। এছাড়া, সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এসব ক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারের অনপযুক্ত প্লাস্টিক ও পলিথিন অনেকটা দায়ী। উপরন্তু পানিতে থাকা প্লাস্টিক কণা মাছসহ প্রাণীকূলের পেটে যাচ্ছে, যা খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ঢুকছে। উপরন্তু বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের সাথে প্লাস্টিকের কণা মানুষের শরীরেও ঢুকছে।

সাগর, পাহাড়, নদী পরিবেষ্টিত সব দক্ষিণের জেলা কক্সবাজার। যার আয়তন ২৪৯১ বর্গকিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা প্রায় তেইশ লক্ষ। সংগত কারণে কক্সবাজারের পরিবেশ আজ হুমকির মুখে। কক্সবাজারে প্রতিদিন টন টন প্লাস্টিকের বর্জ্য যুক্ত হচ্ছে। বর্ষার সময় এসব বর্জ্য গিয়ে মিশছে সাগরে, নদীতে এবং মাটিতে। প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হচ্ছে, নদী হারাচ্ছে নব্যতা, বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে ড্রেনেজ সিস্টেম, বর্ষায় শহর প্লাবিত হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে নদীর পানি। স্থানীয়রাসহ কক্সবাজারে বেড়াতে আসা অসংখ্য পর্যটকের অসাবধানতা ও অসচেতনতার কারণে বিভিন্ন প্লাস্টিক বর্জ্য সাগরের পানিতে যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে বিনষ্ট হচ্ছে সাগরের পরিবেশ। হুমকিতে পড়ছে সাগরের প্রাণিসম্পদ।

২০১৭ সালে প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা আগমনের পর থেকে কক্সবাজারের পরিবেশের ঝুঁকি বেড়ে গেছে বহুগুণ। প্রায় পাঁচ লক্ষ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি প্রায় দশ লক্ষের বিশাল রোহিঙ্গা প্রতিদিন তৈরি করছে টন টন প্লাস্টিক বর্জ্য যা স্থানীয় পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিদিন মোট কী পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয় তার সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও একটি ক্যাম্প থেকে পাওয়া তথ্য বেশ ভয়াবহ।

একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় টেকনাফে অবস্থিত লেদা ক্যাম্পে প্রতিদিন ৩.৩ টন প্লাস্টিক বর্জ্য তৈরি হয়।

দেশে বছরে ১০.৯৫ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে প্রতিটি পরিবার তাদের খাবার সংগ্রহ করতে বা বহন করতে গড়ে ৪.৫টি একবার-ব্যবহার্য্য প্লাস্টিকের থলে গ্রহণ করে। এই কারণে প্রতি মাসে গড়ে চার লক্ষ একবার ব্যবহার্য্য প্লাস্টিকের থলে নষ্ট হয়। প্রতিদিন ১২০টিরও বেশি দেশি বিদেশি মানবিক সংস্থা রোহিঙ্গাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রতিদিন ব্যবহার হয় অসংখ্য প্লাস্টিকজাত খাবার প্যাকেট, প্লাস্টিকের পানির বোতল, তৈল বহনের প্লাস্টিকের বোতল, ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত প্লাস্টিকসহ আরো অসংখ্যভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্লাস্টিক। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রায় ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের মানবসৃষ্ট ও প্লাস্টিক বর্জ্যের কারণে মোট ৯৩ হেক্টর জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এই বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের পানির চাহিদা পূরণে ব্যবহার হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় উখিয়া-টেকনাফের অনেক জায়গায় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় ৩৮০ হেক্টর ফসলি জমিতে পানির অভাবে চাষ করা যাচ্ছে না বলে জানান স্থানীয় মানুষ। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, টেকনাফ উপজেলা ও পৌরসভায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে । পৌরসভার ১, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে সুপেয় পানির তীব্র সংকটের কারণে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে হতদরিদ্র পরিবারের লোকজনদের। স্থানীয় লোকজন মনে করছেন, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বসতি গড়ার পর থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ সেখানে পানীয়জলের জন্য বসানো হয়েছে অসংখ্য নলকূপ ও গভীর নলকূপ। এ সমস্ত নলকূপ বসানোর কারণে পানির স্তর এমন ভাবে গভীরে চলে গেছে যে অনেক গভীর নলকূপ ও পাতকুয়ায় পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু এখনো কক্সবাজারকে রক্ষা করার সময় আছে, এখনো সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় ভূমিকা কক্সবাজারের প্রকৃতি-পরিবেশকে রক্ষা করা যেতে পারে। আমরা কক্সবাজারের নাগরিক সমাজ কক্সবাজারের প্রকৃতি-পরিবেশকে রক্ষায় নিম্নোক্ত দাবি ও সুপারিশগুলো তুলে ধরছি:

১. রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজারে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।
২. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে জাতিসংঘের এনজিও এবং আইএনজিও গুলোর জরুরি পদক্ষেপ চাই।
৩. রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন বন্ধ করে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৪. নাফ নদীর পানি সংশোধন করে এবং বৃষ্টির পানি ধরে তা পুনর্ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে।
৫. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনায় তড়িৎ পদক্ষেপ জরুরি।
৬. রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নষ্ট হওয়া ফসলী জমি পুনরায় চাষযোগ্য করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

টেকনাফ উপজেলা ও পৌরসভায় সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পৌরসভার ১, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডে সুপেয় পানির তীব্র সংকটের কারণে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে হতদরিদ্র পরিবারের লোকজনদের। স্থানীয় লোকজন মনে করছেন, ২০১৭ সালে মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বসতি গড়ার পর থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ সেখানে পানীয়জলের জন্য বসানো হয়েছে অসংখ্য নলকূপ ও গভীর নলকূপ। এ সমস্ত নলকূপ বসানোর কারণে পানির স্তর এমন ভাবে গভীরে চলে গেছে যে অনেক গভীর নলকূপ ও পাতকুয়ায় পানি পাওয়া যাচ্ছে না।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ কক্সবাজারে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে।